بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ অক্টোবর, ২০২২ মোতাবেক ২১ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আপনারা জানেন, সম্প্রতি আমি আমেরিকার কয়েকটি জামাতের সফরে ছিলাম। এমটিএ এবং জামাতের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এসব খবর (এখানেও) পৌঁছাচ্ছিল। এই সফর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুন্দরভাবে ও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক চ্যানেলও এর যথেষ্ট কভারেজ দিয়েছে। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। আপন-পর সবার ওপরই এই সফরের গভীর পুণ্যপ্রভাব পড়েছে। একজন খাদেম তার বন্ধুকে বলেছে, আমার মাথায় জামাত এবং খিলাফত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধছিল; কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল যা এই সফরের কল্যাণে পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে। এমন অনেক ইতিবাচক আবেগ-অনুভূতি রয়েছে। এছাড়া শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষদের (আমার) সাথে সাক্ষাতের পরে যে আবেগঘন অনুভূতি প্রকাশ পেতো তার তালিকাও বেশ দীর্ঘ; আপনারা বিভিন্ন রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে তা পড়ে থাকবেন। যায়ন, ডালাস এবং মেরিল্যান্ডের বায়তুর রহমান (মসজিদে)ও নামাযে নারী, পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিতি হতো। তারা আমার যাতায়াতের সময় যেভাবে নিজেদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো (তাতে) সুস্পষ্ট দেখা যেত যে, তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, (গভীর) সম্পর্ক, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা রয়েছে। শিক্ষিত লোকজন, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, জাগতিকভাবে ব্যস্ত লোকেরাও নামাযের জন্য কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন মসজিদে জায়গা পান। এমন নয় যে, বেকার মানুষ তাই এসে গেছে। তাদের মাঝে এই পরিবর্তন একথার প্রমাণ বহন করে অথবা এই আচরণ এ কথার বহিঃপ্রকাশ যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ধর্ম এবং জামাতের প্রতি তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা রয়েছে; তাদের খিলাফতের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক আছে। এগারো-বারো বছরের বালকরা পাঁচ-ছয় ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত, কেননা চেকিং এবং করোনা টেস্টের কারণে দেরি হয়ে যেত। কিন্তু কখনো কেউ কোন আপত্তি করে নি। বরং যায়নে একজন অতিথিও এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন, আমি দেখেছি খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা কাজ করছিল। নিয়মিত চেকিং হচ্ছিল, বিলম্ব হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেযবান-মেহমান (কারো) কোন অভিযোগ ছিল না। বরং নিজেদের লোকেরাও ব্যবস্থাপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একজন এগারো-বারো বছরের বালকের পিতা-মাতা আমাকে বলেন, যখন থেকে আপনি এসেছেন আমাদের ছেলে মসজিদে আসার জন্য পাঁচ-ছয় ঘন্টা পূর্বে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে যায় আর অন্য

কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। অথচ পূর্বে সে কখনো এমন আগ্রহের সাথে নামাযে আসে নি। যাহোক, শিশু-কিশোরদের, ছেলে-মেয়েদের (মোটকথা) সবার মাঝে আমি আনন্দ এবং (খিলাফতের সাথে) সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেছি। এটি জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা। প্রত্যেক জায়গায় নামাযের উপস্থিতি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হতো। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দোয়া হলো, মসজিদের সাথে এই সম্পর্ক এবং ইবাদতের চিন্তা যেন তাদের মাঝে স্থায়ী হয় এবং সদা বিরাজমান থাকে, আর মসজিদগুলো সর্বদা আবাদ থাকে বা মুসল্লীতে পরিপূর্ণ থাকে। যেভাবে জামাতের সদস্যরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন তা সর্বদা তাদের মাঝে বজায় থাকুক। মানুষের ধারণা হলো, আমেরিকার মতো দেশে লোকেরা ধর্মকে ভুলে যায়; কিন্তু আমি অধিকাংশের মাঝেই এদিকে মনোযোগ এবং উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। যারা আর্থিক কুরবানীতে দুর্বল- তারাও নিজেদের জন্য এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের জন্য ধর্মের এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার জন্য আবেদন করত। আল্লাহ্ তা'লা আমেরিকা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে সর্বদা বৃদ্ধি করতে থাকুন। একইভাবে লাজনা, খোদ্দাম, আনসার বরং শিশুরাও এ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে। নারী-পুরুষরা রাতের পর রাত জেগে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বত্র উপস্থিতি অনেক বেশি ছিল, সহস্রের কোঠায় ছিল। আর বায়তুর রহমানে তাদের উপস্থিতি তো জলসার উপস্থিতির চেয়েও বেশি ছিল, কিন্তু খুবই সুশৃঙ্খলভাবে তারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। আল্লাহ্ করুন, আমেরিকা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই পরিবর্তন যেন অস্থায়ী না হয়ে স্থায়ী হয়।

এখন আমি অ-আহমদীদের কিছু অনুভূতি তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লা অ-আহমদীদের হৃদয়েও অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব মানুষের হৃদয় আরো উন্মুক্ত করুন আর এরা যেন সত্যকে শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়। যাহোক, কতিপয় মানুষের আবেগ-অনুভূতি উপস্থাপন করছি।

যায়ন-এ নির্মিত ফাতহে আযীম মসজিদকে কেন্দ্র করে যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে ১৬১জন অমুসলমান এবং অ-আহমদী অতিথি যোগদান করেছে। এতে কংগ্রেসম্যান, কংগ্রেসওম্যান, মেয়র, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, প্রকৌশলী এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিগণসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন যোগদান করেছিল।

যায়ন শহরের মেয়র জনাব বিলি ম্যাকেনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন যে, ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমামকে যায়ন শহরে স্বাগত জানানো আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের কারণ। তিনি আরো বলেন, যায়ন-এ আমাদের স্লোগান হলো, Historic Past and Dynamic Future অর্থাৎ, **'ঐতিহাসিক অতীত ও প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ'** আর আমাদের শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই চমৎকার মসজিদ এই ব্রতের

এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পুনরায় বলেন, (আমার) আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা হলো, এই মসজিদ যেন আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে এক সেতুবন্ধন হয়। এই মসজিদটি মহান ঈমানে সমৃদ্ধ সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখার পর আমি যায়ন শহরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশান্বিত হই। যখন আমি সেই বাণী দেখি যা আহমদীয়া জামাত আমাদের শহরে নিয়ে এসেছে তখন আমি আনন্দ বোধ করি। [অতএব আমাদের কাছে অ-আহমদীরাও আশা রাখে।] (তিনি) পুনরায় বলেন, এটি এমন এক সুসংগঠিত জামাত যা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান করে, যিনি খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। এরপর লিখেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে এই শহরে যে মহান সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এই শহরের উন্নতি আর এর বাসিন্দাদের কল্যাণ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে কাজ করা হয়েছে, তার জন্য আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা আহমদীয়া জামাতের ইমামের হাতে এই শহরের চাবি তুলে দিচ্ছি, চাবি দিচ্ছি। এরপর তিনি শহরের চাবিও দিয়েছেন।

যায়ন শহরের মেয়রের আরো অভিমত হলো, তিনি বলেন, আমি ১৯৬২ সাল থেকে এখানে বসবাস করছি। এই অনুষ্ঠান যায়ন শহর এবং জামাতের জন্য একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। আমাকেও তিনি অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় বলেন, আজ আপনি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছেন; আর বলেন, আপনাকে পাওয়ার অনুভূতি সত্যিই চমৎকার।

ইলিনয় জেনারেল অ্যাসেম্বলীর সম্মানিত সদস্য জয়েস মেসন তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এখানে যায়ন-এ ফাতহে আযীম মসজিদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ হওয়া আমার জন্য সম্মানের বিষয়। যায়ন (শহর) আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এই শহরের জন্য আজ (একটি) বিশেষ দিন। যায়ন এমন একটি স্থান– বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে আলেকজান্ডার ডুই যার ভিত্তি রেখেছিল, যে এটিকে একটি Theocratic (বা ধর্মতান্ত্রিক) শহরে পরিণত করতে চেয়েছিল, যার দ্বার তার অনুসারী ছাড়া অন্য সবার জন্য রুদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যায়ন শহর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের আবাসস্থল। আর এই মসজিদ বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকদের বিপরীতে মু'মিনদের দোয়ার বিজয়ের প্রতীক। আমি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে এই মহা-সফলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। অ-আহমদীরাও এই মোকাবিলা (বা মুবাহালা) সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে গিয়েছে। এরপর বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী মুসলিম নেতা। এরপর তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ হুযূর) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিশ্বের বিভিন্ন আইন প্রণেতা এবং নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন। এরপর লিখেন, (এটি) যায়ন শহরের সৌভাগ্য যে শান্তিপ্রিয় এবং মানবসেবী জামাত এখানে বসবাসের এবং এরূপ সুন্দর মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমার আন্তরিক বাসনা- এই মসজিদ কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং চতুষ্পার্শ্বের (লোকদের) জন্যও আশার আলো হোক। এই সম্প্রদায়কে নতুন মসজিদ উদ্বোধনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এখানে একটি স্মারকলিপি পেশ করছি।

এরপর ল্যান্টোস ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জাস্টিস-এর সভানেত্রী ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস বলেন, আমার অনুভূতি হলো- যখনই আমি জামাতের সদস্যদের সাথে মিলিত হই, আমার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। এরপর বলেন, এখানে যায়ন-এ সংঘটিত মুবাহালার কথা শুনে অত্যন্ত অবাক হয়েছি যে, সেই যুগে, যখন কিনা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, সেই সময়েও এই মোকাবিলা এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে! একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ড. জন ডুই এর– যার ভিত্তি ছিল ঘৃণা, পারস্পরিক বিভেদ এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের ওপর, আর অপর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের, যা ছিল পারস্পরিক সম্মান এবং সহিষ্ণুতাভিত্তিক; আর এমন এক ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে (এটি) ছিল যিনি সম্পূর্ণরূপে এর ফলাফল আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর এর পরিণামও আমরা জানি যে, এই মুবাহালায় কার জয় হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই মসজিদ যার এখন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, যার নাম ফাতহে আযীম মসজিদ রাখা হয়েছে- এর অর্থ হলো এক মহান বিজয়, যা সেই মুবাহালায় আহমদীয়া জামাত এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা লাভ করেছিলেন। এরপর বলেন, কিন্তু আমার মতে, আমাদের একথা বলা উচিত যে, সেটি কেবল আহমদীয়া জামাতেরই নয় বরং মানবতারও জয় ছিল। কেননা এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতার জয় হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আমরা এখন এই মহান জামাতে প্রত্যক্ষ করি। এরপর বলেন, আজ আমরা এখানে এই সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যেভাবে বসে আছি, সেখানে সেই আহমদীদেরকেও স্মরণ রাখা উচিত যারা পাকিস্তানে অবস্থান করছেন এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে প্রতিনিয়ত অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন, সহিংসতা এবং ঘৃণার সম্মুখীন হন; যারা সরকার থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে করেন।

এরপর **যায়ন-এর প্রাক্তন কমিশনার এ্যামস মঙ্ক সাহেব তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন**। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে আপনাদের শিক্ষামালা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, আর বিশ্ববাসীর এ বিষয়ে আরও বেশি অবগত হওয়া উচিত। আমার মতে, এটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর রহস্য। আমি আমার সামনে টেবিলের ওপর রাখা ব্রোশিয়ার (বা প্রচারপত্র) দেখতে পাচ্ছি যাতে ন্যায়বিচার, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার বাণী রয়েছে। এটিই সেই জিনিস, আজকের পৃথিবী যার মুখাপেক্ষী। ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করুন, তাহলে পৃথিবী স্বর্গপ্রতীম হয়ে যাবে। আমার মতে, এই বাণী গোটা বিশ্বের শোনা উচিত। বিশ্বের সকল সমস্যার এটিই একমাত্র সমাধান।

প্রফেসর ক্রেইগ কনসিডিন, যিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে একটি পুস্তকও লিখেছেন, তিনি একজন কট্টর খ্রিষ্টান। তিনি বলেন, আমি এতে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি যে, যুগ খলীফা আমার সাথে পুরোনো বন্ধুর ন্যায় সাক্ষাৎ করেছেন। জামাতের ইমামের বক্তৃতা আমার খুব ভালো লেগেছে। এতে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি যখন এই বক্তৃতার স্ক্রিপ্ট পাব তখন আমি সেটিকে আমার পরবর্তী পুস্তকে ব্যবহার করব। অতঃপর তিনি বলেন যে, জামাতের ইমাম খুবই সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন যা সর্বস্তরের মানুষ

সহজেই বুঝতে পারে। তিনি আরও বলেন, সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন, পারস্পরিক সম্মান, সহনশীলতা, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন– এটি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। এরপর বলেন, তিনি আসলে আমাদের সবাইকে পারস্পরিক ভালোবাসার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি সেখানে বসে জুমুআর খুতবাও শুনেছিলেন; পুরো এক ঘন্টা বসে ছিলেন। এরপর তিনি আমাকেও বলেন যে, আমি এমন খুতবা পূর্বে কখনো শুনি নি।

ইলিনয়- শহরের এক অতিথি মেলোডি হল বলেন, আমি একজন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। এই অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আমি অনেক উপভোগ করেছি। জামাতের ইমামের এই বাণী যে, সমাজে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির কোনো স্থান নেই– খুবই চমৎকার বাণী ছিল। তাঁকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনা এক অনন্য ও অতুলনীয় অনুভূতি। আমি অনেক উপভোগ করেছি। আমার কাছে জামাতের ইমামের এই কথা অনেক ভালো লেগেছে যে, **আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে তা হলো দোয়ার অস্ত্র।**

আরেকজন অতিথি জেফ ফেন্ডার বলেন, আমি সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট আর রিয়েল এস্টেট-এরও কাজ করি। এটি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল; খুবই অভিভূত হয়েছি। এখানে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা আমার জীবনের এক অমূল্য উপলক্ষ্য ছিল। এরপর বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন যে, আমি এতে খুবই প্রভাবিত হয়েছি এবং আপনাদের সম্পর্কে বহু নতুন বিষয় জানতে পেরেছি। আমার কাছে এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ এক নতুন বিষয়। আর আমি এ সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করব। অতএব, এভাবে তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়।

উচ্চবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মেট রেন্ডার সাহেবও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে জামাতের ইমামের বাণী আর তাঁর বোঝানোর রীতি খুবই ভালো লেগেছে। আমার ন্যায় বহু লোক এই বার্তাকে খুবই সহজেই বুঝতে পারবে।

ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মেরি ল হায়েল ব্র্যান্ড বা হিল ব্র্যান্ড-ও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি খুবই অভিভূত হয়েছি। আপনার বক্তব্য থেকে আন্তরিকতা উপচে পড়ছিল; কোনো কৃত্রিমতা ছিল না; সকল দিক থেকে সত্যনিষ্ঠ এবং যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এ থেকে সবাই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ে ধারণা করতে পারবে।

ড. জেসি রডরিগ্স-ও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেন্টন অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের তিনি সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি বলেন, জামাতের ইমামের বক্তৃতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারস্পরিক ঐক্য। খুবই চমৎকার বাণী ছিল (এটি)। তিনি বলেছেন যে, সকল ধর্ম গুরুত্ব রাখে এবং আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি– এটি খুবই উত্তম বক্তব্য ছিল।

এরপর স্থানীয় **উচ্চবিদ্যালয়ের একজন প্রিন্সিপাল জ্যাক লিভিংস্টোন** বলেন যে, জামাতের ইমামের কথা নিজের মাঝে এক বিশেষ আকর্ষণ রাখে। বিশেষত মানবাধিকার এবং মানবসেবার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার কথা খুবই প্রভাব বিস্তারী। আপনাদের স্লোগান **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা**

নয়কো কারো পরে' সকল জাতি, ধর্ম আর বিশেষত পুরো যায়ন শহরে প্রতিধ্বনিত হয়। এই বার্তার (এখন) একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। মহামারির পর আমাদের পরিবার এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক মানসিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছে; এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের এই বার্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকজন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যায়ন মসজিদের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে ভিত্তিতে ইটও রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আজ একটি চমৎকার দিন ছিল। আমি গত বছর এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম যে, আমি এটির (কাজের) পূর্ণতা দেখব। আপনাদের মসজিদ আমাদের স্থানীয় জনবসতির জন্য আশা এবং বন্ধুত্বের এক মাধ্যম।

যায়ন পুলিশের প্রধান এরিক সাহেব বলেন, খুবই ভালো অনুষ্ঠান ছিল। সবার কাছ থেকে ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে খুবই ভালো লেগেছে। এতে কিছু যায় আসে না যে, আপনারা কারা; যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আপনারা যেন পরস্পরের প্রতি খেয়াল রাখেন– মর্মে বাণীটি কতই না উত্তম ও সুন্দর বার্তা!

একজন অতিথি জেনিফার বলেন যে, যদি জামাতের নীতির কথা বলা হয় তাহলে তা সর্বোত্তম। আপনি যদি যায়ন শহরে পা রাখেন তাহলে পুরোনো ঘরবাড়িতে একটি স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'– চোখে পড়ে আর এর প্রতিধ্বনি আপনাদের সাথে বিরাজ করে, এর আওয়াজ আপনাদের সাথে থাকে; এটিই যায়ন শহরের প্রকৃত প্রেরণা।

এরপর আরেকজন অতিথি চেরী নীল সাহেব, যিনি যায়ন টাউনশীপের সুপারভাইজার, তিনি বলেন, এখানকার ব্যবস্থাপনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনারা আপনাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন।

এরপর আরেকজন অতিথি বলেন, এটি জেনে খুবই ভালো লেগেছে যে, আমাদের মাঝে আপনার ন্যায় পথপ্রদর্শক রয়েছেন, যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মানুষকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করেন। (আপনি) এই বিষয়ে কথা বলেন যে, আমরা সবাই এক আর সকল ধর্মের সম্মান রয়েছে– এই বার্তা খুবই উত্তম এবং কার্যকরী।

একজন নারী অতিথি গ্লোরিয়া সাহেবা বলেন, যায়নের ইতিহাস খুবই তথ্যবহুল ছিল। আমি যদিও এখানেই বসবাস করি, কিন্তু এই স্থানের বহু বিষয় এমন ছিল যা আমার জানা ছিল না। অতঃপর **একজন অতিথি বলেন যে,** আমি এই বক্তৃতা খুব উপভোগ করেছি আর এই বার্তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আপনাদের স্লোগান **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'**– সম্পর্কে জানতাম, কিন্তু আপনাদের দেখার পর এতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। আমাকে অনেক বিষয় প্রভাবিত করেছে। এরপর তিনি বলেন, জামাতের ইমামের কাছে আমি এ নতুন কথাটি শিখলাম যে, **পবিত্র কুরআনই সেই একমাত্র গ্রন্থ যা সকল ধর্মের সুরক্ষা করে; পূর্বে এটি আমার জানা ছিল না।**

এরপর রয়েছেন একজন **ভারতীয় প্রফেসর শুবানা শঙ্কর সাহেবা,** যার সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছিল, তিনি নিউইয়র্কের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। ইতালির আব্দুস সালাম রিসার্চ সেন্টারেও তিনি রিসার্চ করেছেন। তিনি কিছুকাল ঘানাতেও ছিলেন। তিনি বলেন যে, আপনি (পূর্বে) ঘানায় ছিলেন, কিন্তু (এখনও) সেখানে আপনার কাজ জীবিত রয়েছে– এ কথা তিনি আমাকে কথায় কথায় জানান। প্রফেসর সাহেবা বলেন যে, আফ্রিকায় বেশ কয়েকজন প্রফেসরের সাথে তার কথা হয়েছে যারা আহমদীয়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। মেয়েদের জন্য এটি সর্বোত্তম বিদ্যালয়। তিনি আফ্রিকায় জামাতের শিক্ষাক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাসকে জনসমক্ষে আনতে চান আর পশ্চিম আফ্রিকান আহমদীদের বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করতে চান। প্রফেসর সাহেবা বলেন, স্থানীয় ভাষা অনুবাদের কাজে জামাতের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আপনার যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন হবে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা সাহায্য করব। আমি বললাম যে, বরং ঘানা ছাড়া অন্যান্য দেশকেও আপনার (পুস্তকে) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এরপর ডালাসে বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধন হয়। এ অনুষ্ঠানেও ১৪০জন অমুসলিম ও অ-আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবি, প্রকৌশলী এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতিথিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অ্যালেন শহরের সিটি কাউন্সিলের সদস্য **কার্ল ক্লেমেনশিক যিনি শহরের চাবিও প্রদান করেছিলেন**, তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আজ বায়তুল ইকরাম মসজিদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা খুবই সম্মানের বিষয়। আমি মেয়র এবং অ্যালেন শহরের পুরো সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামাতকে এই অসাধারণ সফলতায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। দু'দিন পূর্বে মেয়র আমার সাথে সাক্ষাৎ করে গিয়েছিলেন; মসজিদে এসে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি এসে অপরাগতা জানিয়ে বলেছিলেন, আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি তাই উপস্থিত থাকতে পারব না, তবে আমার প্রতিনিধি পাঠাব। মেয়র সাহেবও খুবই মিশুক মানুষ ছিলেন। যাহোক, মেয়রের প্রতিনিধি বলেন, আমরা আহমদীয়া জামাতের সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। এসব সেবার মাঝে গরীবদের মাঝে খাবার বিতরণ, অভাবীদের জন্য কাপড় সংগ্রহ করা, এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অত্র অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীদের সাহায্য করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অ্যালেন শহরের সৌভাগ্য যে, এক শান্তিপ্রিয় এবং মানবসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জামাত এ শহরে বসবাস করতে এসেছে এবং এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদ এই শহরে নির্মাণ করেছে। আমার বাসনা– এ মসজিদ শুধু এ শহরের জন্যই নয় বরং পুরো অঞ্চলের জন্য একটি আশার আলো সাব্যস্ত হবে। অ্যালেন শহরও ডালাসের একেবারে সংলগ্ন একটি শহর, বরং এখন এটি প্রায় ডালাসের অংশই হয়ে গেছে। শেষে মেয়র ও অ্যালেন শহরের কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শহরের চাবিও তুলে দেন।

প্রফেসর ড. রবার্ট হান্ট এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি সাউদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিনস স্কুল অব থিয়োলজিতে গ্লোবাল থিয়োলজিকাল বিভাগের ডাইরেক্টর। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, আপনারা মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এরপর তিনি বলেন, জামাতের নেতা, আহমদীয়া জামাতের ইমাম দু'টি অনন্য বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিবেদিত। এরমধ্যে একটি হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অপরটি হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও আলোচনা। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে গভীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রয়েছে, কেননা বিভিন্ন ধর্মের মাঝে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকে তাহলে ভেদাভেদ-দলাদলি বৃদ্ধি পায়। আমি যার ভিত্তিতে একথা বলছি তা হলো, আমার সাবালক জীবনের অর্ধেক এমন সব দেশে অতিবাহিত হয়েছে যেখানে আমি নিজে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলাম। তিনি বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, আহমদীয়া জামাতকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে এবং এ কারণেই এ জামাত ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম সারিতে রয়েছে। তাই যতক্ষণ আমরা একে অপরের সাথে সম্মান এবং মুক্ত মনমানসিকতা প্রদর্শন না করব, আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে পারবো না এবং নেতিবাচক ধ্যান-ধারণাকে সমাজ থেকে দূর করতে পারব না।

এরপর **রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাননীয় মাইকেল ম্যাকল** তার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের তিনটি ধর্ম ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে নিজেদের ইতিহাস সূত্রিত করে। এরপর তিনি আমাকে বলেন, আপনাদের বিশ্বাস হলো, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এই তিন ধর্মই পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে। এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা আহমদীয়া জামাতের চাইতে বেশি আর কার থাকতে পারে? তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমামের সাথে আমার হযরত ঈসা (আ.), আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা, বাইবেলের নতুন নিয়ম ও ইঞ্জিলের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। (হুযুর বলেন) তার সাথে আলোচনা অব্যাহত ছিল এবং তার নিকট 'মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ' বইটিও ছিল। তিনি বলেন, আমি এই বইটি পড়ছি; অর্ধেক পড়ে ফেলেছি। অত্যন্ত মজার একটি বই; আমি এই বিষয়ে আরো গবেষণা করব। এ বই পড়ে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তিনি বেশ ভালো শিক্ষিত এবং ধর্মীয় বিষয়ে বেশ আগ্রহ রাখেন। যাহোক তিনি বলেন, বাইবেলের নতুন নিয়ম ও ইঞ্জিল সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়া জামাতের কাছ থেকে আমরা শান্তি, দয়া এবং ভালোবাসা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারি। ক্যাথলিক পরিবারে আমি বড় হয়েছি। আমি বর্তমানে মার্কিন কংগ্রেসে আহমদীয়া ককাসের চেয়ারম্যান। (হুযুর বলেন) আমাদের পক্ষে সরবকণ্ঠ যেই কমিটি রয়েছে, তিনি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আরো বলেন, বিশেষভাবে বিশ্বব্যাপী আপনাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন জাতির মাঝে ঐক্য, অহিংসা, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক সাম্য, বৈশ্বিক

মানবাধিকার ও সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আপনাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এরপর তিনি বলেন, অনেক আহমদী মুসলমানকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। অত্যাচার ও নিপীড়নের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামাতের ইমাম অন্যদের প্রতি প্রতিশোধমূলক কঠোর পদক্ষেপ নিতে বারণ করেছেন যা অনেক মহান একটি কাজ। এরপর তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম বারংবার বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বুঝিয়েছেন, প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য ন্যায়বিচার আবশ্যক। অত্যাচারিত জাতি বা দেশসমূহের অধিকারের সপক্ষে কথা বলেছেন। এই ধরনের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ তিনি করেন এবং বেশ দীর্ঘ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

একজন **অতিথি টম বেরি বলেন**, আমি জামাতের ইমামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। তাঁর বার্তা, আতিথেয়তা, পারস্পরিক হৃদ্যতা সব কিছু খুবই চমৎকার ছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি আশিস বা নিয়ামত যেখানে ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে একে অপরের যতদূর সম্ভব মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করা হয়, জীবনের সম্মান এবং জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়, মানবজাতির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এটি স্পষ্ট করে যে, এমন সমাজে কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। সবাই মিলে কাজ করা উচিত। এটিই খলীফার বার্তা ছিল। এটি এমন একটি বার্তা, যা রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পুনরাবৃত্তি করা উচিত, এই বার্তাকেই সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া উচিত। আমাদের সন্তানদেরও এই বার্তাটি বোঝানো উচিত, কেননা যখন আমরা থাকব না তখন তারা যেন এই বার্তা প্রচার অব্যাহত রাখে। আমি পুনরায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একজন মুসলমান অতিথি ছিলেন সুলতান চৌধুরী সাহেব। তিনি বলেন, জামাতের ইমাম বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে শান্তির বার্তা প্রদান করেছেন তা আমার মতে সর্বোত্তম একটি বার্তা। আমি মনে করি, মুসলমানরা এখানে এসে অঞ্চল দখল করে নিবে মর্মে যে মুসলিম-ভীতি আছে, তা দূর করা খুবই জরুরি। তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, যেহেতু মুসলমানদের নির্মূল করার কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে না এবং কেউ এমনটি করার চেষ্টা করছে না, তাই মুসলমানদের জন্য জঙ্গী কার্যক্রম পরিচালনার কোন বৈধতা নেই।

নর্থ প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন যার নাম ডেভিড লি মিকড সাহেবা। তিনি একজন মহিলা অতিথি। তিনি বলেন, খলীফাকে দেখে, তার কথা শুনে অনেক প্রশান্তি পেয়েছি। অন্য কাউকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে দেখি নি। দারুন একটি অনুভুতি। মানুষ যদি নিজের স্বার্থপরতা, কোন প্রতিবেশীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা বা কারো এলাকা দখল করা অথবা কারো প্রতি অত্যাচারের কর্মসূচী পরিহার করে এই বাণী শোনে তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমরা যদি শান্তির প্রসারকল্পে আরও বক্তব্য শুনতে পেতাম আর মানুষকে স্মরণ করাতে থাকতাম যে, তাদের সর্বদা শান্তিকে উৎসাহিত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত, তাহলে কতই-না ভালো হতো!

কলিন কাউন্টি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে লি রয় সাহেব নামে এক ব্যক্তি (অনুষ্ঠানে) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, এটি একটি চমৎকার অনুষ্ঠান ছিল, যেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সত্যিই এক মহান কাজ করেছে।

এরপর ডাক্তার হালীমুর রহমান নামে একজন মুসলিম অতিথিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ এক সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য (অনুষ্ঠান) ছিল। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, আতিথেয়তা এবং প্যান্ডেলের পরিবেশ আমার অনেক ভালো লেগেছে। তিনি আরো বলেন, আমি এতটা সম্মানের যোগ্য ছিলাম না যতটা সম্মান তারা আমাকে দিয়েছেন। এই পরিবেশ দেখে এবং আপনাদের সম্মানপ্রদর্শন দেখে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। সর্বোত্তম লোকদের মাঝে আমার সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে (অর্থাৎ) সত্যিকারের মানুষ যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা পালনকারী (তাদের মাঝে)। (হুযূর বলেন,) এখানে বসে তারা এমন বিবৃতি দিয়ে থাকেন, কিন্তু পাকিস্তানে গেলে মৌলভীরা তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

এবিক কারকান্ডেল নামের একজন অতিথি বলেন, আমি এমন একটি ধর্মীয় জামাত দেখেছি যাদের ইবাদতের পদ্ধতি তো আমাদের চেয়ে ভিন্ন, কিন্তু আমাদের মূল্যবোধ একই। আমার জন্য এটি এক মহান অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমার জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, আমি জামাতের ইমাম যিনি একজন ধর্মীয় নেতা তাকে আমি এমনই ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছিলাম যা সকল সম্প্রদায়ের (নিজেদের মাঝে) ধারণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, এখানে এসে আমার খোদা তা'লার উপস্থিতি অনুভব হচ্ছিল; আর যেখানে আপনার খোদা তা'লার উপস্থিতি অনুভব হবে সেখানে বিশ্বাস যা-ই হোক, আপনি নিরাপত্তা ও শান্তি পাবেন, যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এখানকার সবাই পেয়েছে; আর সকল সম্প্রদায় এই জিনিসেরই মুখাপেক্ষী।

এরপর ভিক্টোরিয়া সাহেবা নামক এক ভদ্রমহিলা বলেন যে, এখানের যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেখেছে তা ছিল জামাতের ইমামের বক্তব্য; কীভাবে ধর্মীয় মতপার্থক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আমার মতে এটি এমন একটি বিষয় যার আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বর্তমানে শূন্যতা দেখা যায়। কাউকে এতটা প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে শুনে খুব আনন্দ অনুভুত হয়েছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত, আর আমাদের পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীলতার চেতনায় সহাবস্থান করা উচিত।

মেরী ম্যাকডারমট নামক এক মহিলা অতিথি যিনি আমাদের ডালাস মসজিদের প্রতিবেশী এবং সেখানে তাঁর অনেক বড় ভূমিখণ্ড রয়েছে; তিনি পার্কিং-এর জন্য জায়গাও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি পূর্বে কখনো আমার এই ধূলিধূসর ভূখণ্ড নিয়ে এতটা আনন্দিত হই নি যতটা এই অনুষ্ঠানের জন্য দিয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি ছিলেন খুবই ভদ্রচেতা এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্না মহিলা। তিনি নিজের জমি দিয়েছেন, বরং পরিষ্কার করিয়ে, সুন্দর করে, সমতল করে দিয়েছেন।

এছাড়া **বেভারলি মিকার্ড নামে আরো একজন মহিলা অতিথি ছিলেন**। তিনি বলেন, আমার সবসময় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় নেতাদের কথা শুনতে ভালো লাগে যারা ধারাবাহিকভাবে শান্তির প্রয়োজনীয়তা, পারস্পরিক মতবিরোধ দূরীকরণ এবং ভালোবাসার দিকে আহ্বান করেন। আমার সবসময় এমন বাণী শুনে ভালো লাগে। ব্যক্তিগতভাবে এই জামাত নিয়ে আমি একদম ভীত নই, আর অন্যদেরও ভীত হওয়ার কোন কারণ দেখি না; কেননা এই জামাত তো অনেক বেশি ভালোবাসা প্রদানকারী, অন্যের আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়নকারী এবং সর্বদা সৃষ্টির সেবক জামাত। যদি কারো ভয় থাকেও তাহলে এই জামাতের সৃষ্টির সেবামূলক এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড দেখে তৎক্ষণাৎ সেই ভয় দূর হয়ে যায়।

এরপর **জোশুয়া নামক একজন অতিথিও বলেন**, আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ পাদ্রীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে। এখানে যেভাবে প্রজ্ঞার সাথে শান্তি, ঐক্য এবং ন্যায়বিচারের কথা বলা হচ্ছে আমি তার জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি এটি অনুধাবন করেছি যে, এমনও মানুষ আছেন যারা ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জীবনে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতির প্রচার করেন। আর যেহেতু আমাদের কর্মকাণ্ড পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাই এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসা, খাবার খাওয়া এবং আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে। আমি আমার সহধর্মিনীকে বলছিলাম যে, এখানে আতিথেয়তা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল, আর এখানে এসে সব কিছু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মনে হয়েছে।

একইভাবে একটি নতুন জায়গায় ছোট একটি মসজিদ ক্রয় করা হয়েছে। জায়গার পরিমাণ সাড়ে তিন একর, ভবনও বেশ বড়। এটি মসজিদ নয় বরং সেখানে ভবন ক্রয় করা হয়েছিল। ডালাস থেকে ৫০-৫৫ মাইল দূরে ফোর্টওয়ার্থ নামক একটি জায়গা রয়েছে। আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। আসলে মোট জমির পরিমান সাড়ে তিন একর নয় বরং পৌনে পাঁচ একর। সেখানে ১৩ হাজার বর্গফুটের একটি ভবনও আছে, যাতে বহুমুখী হল রয়েছে, অফিস কক্ষ রয়েছে, একাধিক লবিও রয়েছে। এখানে একটি গম্বুজ এবং দুটি মিনার নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে যেন এটিকে মসজিদের রূপ দেয়া যায়। এটি বেশ ভালো জায়গা। সেখানেও জামাত রয়েছে এবং নামাযও পড়া হয়, বেশ ভালো জায়গা। আমার সেখানে মাগরিব ও এশার নামায পড়ানোর সুযোগ হয়েছে।

আইবেক আর্কস নামে একজন অতিথি যিনি ফোর্টওয়ার্থ-এর অধিবাসী, ডালাসে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জামাতের ইমাম অতি উত্তমরূপে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুযায়ী পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার বাণী দিয়েছেন। শান্তি এবং পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকার যে বাণী দিয়েছেন তা আমার কাছে বেশ গুরত্ব রাখে। তাঁর বাণী– **যারা এই যুদ্ধে অংশ নেবে তারা ধ্বংসযজ্ঞের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে–** এটি অসাধারণ ছিল।

এরপর ফোর্টওয়ার্থ থেকে ফার্স্ট ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চের সদস্য ডালাসে এসেছিলেন। তিনি বলেন, (হুযূরের) বাণী চমৎকার ছিল। খলীফার এই সুস্পষ্ট বাণী সবার অবশ্যই

মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। খলীফার বক্তৃতার ধরনও উন্নতমানের ছিল। বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আবারো তাঁর বক্তৃতা শুনতে চাই।

এরপর **উচ্চবিদ্যালয় মন্ত্রণালয়ের একজন শিক্ষক বলেন**, খলীফার দু'টি কথা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, সমাজে ইসলাম সম্পর্কে সত্যিই নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি এই বিষয়টি আমার ছাত্রদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে দেখে থাকি। দ্বিতীয় বিষয় যার আমি প্রশংসা করি তাহলো, **পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে খলীফার সতর্কীকরণ;** বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী শুনে খুবই ভালো লেগেছে।

অতএব, এই ছিল কতিপয় ব্যক্তির অভিব্যক্তি। এখন আমি এ সংক্রান্ত আরো যেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিষয় রয়েছে সেগুলো বলে দিচ্ছি। যায়ন শহরের মসজিদে যেভাবে আপনারা এমটিএ-তে দেখে থাকবেন যে, আলেকজান্ডার ডুইয়ের সাথে মুবাহালা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৎকালীন যেসব পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেসব পত্রিকার কাটিং সেখানে প্রদর্শন করা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মজমুআয়ে ইশতেহারাতের তৃতীয় খণ্ডে ৩২টি সংবাদ পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। একই সাথে তিনি (আ.) লিখেন, এগুলো কেবল সেসব পত্রিকা যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এরূপ সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা যায় যে, শত শত পত্রিকায় এর উল্লেখ হয়ে থাকবে। অতএব, আমেরিকা জামাত এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করেছে এবং আরো পত্র-পত্রিকা সন্ধান করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লিখিত এই ৩২টি পত্রিকা ছাড়াও আরো ১২৮টি এমন পত্রিকা পাওয়া গেছে যেগুলোতে ডুইকে দেয়া মুবাহালার চ্যালেঞ্জের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে এসব পত্রিকার সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০টি। সে যুগেই, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই আমেরিকার ১৬০টি পত্রিকা এই বিবৃতি দিয়েছে। এই সব পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ ফাতহে আযীম মসজিদের পাশে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হয়েছে আর লোকেরা এসে দেখেছে। এছাড়া যায়ন মসজিদের উদ্বোধনের সংবাদও পৃথিবীর (বিভিন্ন পত্রিকা) প্রচার করেছে। আমেরিকান নিউজ এজেন্সি এসোসিয়েটেড প্রেস আমার যায়ন সফর এবং ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনী উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। এর শিরোনাম ছিল **Two prophets, century-old prayer duel inspire Zion mosque** অর্থাৎ, যায়নের মসজিদের ভিত্তি হলো দু'জন নবীর মধ্যবর্তী শতাব্দীপ্রাচীন এক মুবাহালা। এই সংবাদমাধ্যমটির ওয়েবসাইট অনুসারে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ এর পাঠক। এই প্রবন্ধটি সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর ১৩টি দেশের ৪১২টি সংবাদমাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ওয়াশিংটন পোস্ট, এবিসি নিউজ, টরোন্টো স্টার, দি হিল এবং অনেকগুলো বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধটি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রথম ১০টি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন নয় যে, এর প্রতি (মানুষের) দৃষ্টি ছিল না, বরং এটি গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, যায়নে ১১৫ বছর পূর্বে একটি পবিত্র অলৌকিক নির্দশন প্রকাশিত

হয়েছিল। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ আহমদী মুসলমান এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। শিকাগো থেকে ৪০ মাইল দূরে মিশিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরকে আহমদীরা ধর্মীয়ভাবে একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই শহরের সাথে আহমদী জামাতের সম্পর্ক এক শতকেরও বেশি সময় পূর্বের মুবাহালা এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০০ সালে এক খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক শহর হিসেবে জন আলেকজান্ডার ডুই যায়ন শহরের ভিত্তি রেখেছিল। সে একজন ইভাঞ্জেলিস্ট এবং প্রাথমিক যুগের পেন্টিকোস্টাল প্রচারক ছিল। আহমদীদের বিশ্বাস হলো, তাদের (জামাতের) প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ডুইয়ের ইসলামবিরোধী বাজে বক্তব্য এবং আক্রমণের বিপরীতে ইসলামের সুরক্ষায় দাঁড়িয়েছেন এবং তাকে শুধু দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। যায়নের বতর্মান সময়ের প্রায় সকল অধিবাসীই পুরোনো যুগের পবিত্র এই লড়াই সম্পর্কে অনবহিত। কিন্তু আহমদীদের জন্য এই পবিত্র লড়াই এমন যা যায়ন শহরের সাথে একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সমগ্র পৃথিবী থেকে হাজার হাজার আহমদী মুসলমান শত বছর পুরোনো এই নিদর্শনকে স্মরণ করার জন্য এবং যায়ন শহরের ইতিহাস আর তাদের বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক (এ) শহরের প্রথম আহমদী মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য শহরে সমবেত হয়েছে। ডুই সম্পর্কে এতে সে আরো অনেক কিছু লিখেছে আর ডুই-সংক্রান্ত প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছে। এরপর লিখেছে, আহমদীদের বিশ্বাস হলো তাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা যিনি ১৮৩৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি একজন সংস্কারক ছিলেন আর তাঁর আগমনের সুসংবাদ ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা দিয়েছিলেন। তারা আরো বিশ্বাস করে, মির্যা গোলাম আহমদ হযরত ঈসা (আ.)-এর মসীল বা প্রতিচ্ছবি হিসেবে দ্বিতীয়বার আগমন করেছেন। এছাড়াও কানাডাতে যায়ন সফর এবং ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনের খবর ব্যাপক পরিসরে প্রচারিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কৃপায় কানাডাতে ৯টি বড় বড় পত্রিকা, ৬টি অনলাইন পাবলিকেশন এবং ১টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে যায়ন সফরের বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। কানাডাতে ৮ লাখ ৫৭ হাজার মানুষের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। আমেরিকা ও কানাডা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, গ্রীস, সিয়েরা লিওন, তাইওয়ান, ভারত, হংকং, পেরু, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া এবং ভিয়েতনামের অনলাইন পত্রপত্রিকা খবরটি প্রচার করেছে। আমেরিকার নিউজ এজেন্সি যেটির বরাতে আমি কথা বলেছি অর্থাৎ এসোসিয়েটেড প্রেসের এই প্রবন্ধটি আমেরিকার দুইশ' পত্র-পত্রিকা ছেপেছে এবং **১৭৬টি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।**

এছাড়া এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমেও এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। যায়ন এবং ডালাসে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছিল তা গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন এবং সেনেগালের জাতীয় টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় যা লাখ লাখ মানুষ দেখেছে। তারা বলেন, যায়নে ফাতহে আযীম মসজিদের (উদ্বোধনী) অনুষ্ঠানের আধা ঘণ্টা পূর্বে আমাদের স্টুডিওতে সরাসরি সম্প্রচার আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় আলেকজান্ডার ডুই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-

এর ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি বর্ণনা করা হয়। গোটা আফ্রিকায় সংবাদ প্রতিবেদন আকারে টিভি, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। উগাণ্ডার ৫টি চ্যানেল এবং ঘানা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও রুয়ান্ডার টিভি চ্যানেলে এই সংবাদটি প্রতিবেদন আকারে প্রচারিত হয়।

সিয়েরা লিওনের আমীর সাহেব লিখেন, তার ২০ বছর পুরোনো এক বন্ধু ছিলেন যিনি এ বছর যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সময় বয়আত করেছিলেন। যায়নের অনুষ্ঠান দেখার পর তিনি বলেন, যেদিন আমি বয়আত করি সে রাতে আমার ভীষণ অনুতাপ হয় যে, বয়আত নিতে আমার এত দেরি কেন হলো? অথচ সত্য কথা হলো, আমি যেদিন যায়নের মসজিদের (উদ্বোধনী) অনুষ্ঠান দেখি তখন আমি নিজেকে বলি, আমীর সাহেব যদি আমাকে আলেকজান্ডার ডুইয়ের ঘটনা পূর্বেই শোনাতেন তাহলে হয়তো আমি ২০ বছর পূর্বেই বয়আত করে নিতাম। আমি কখনোই কোনো ধর্মীয় ঘটনা থেকে এতটা প্রভাবিত হই নি যতটা যায়নের ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে হয়েছি। আমি এই যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করেছি আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই ঘটনাটি আমাদের যুগে পশ্চিমা মিডিয়ার যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণের অধীনে ঘটেছে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এমনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যেন তিনি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন যেখান থেকে খোদা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার মতে যখনই আমরা অ-আহমদীদের সাথে তবলীগ করি আমাদের উচিত অবশ্যই যায়নের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা। কেননা এটি অনেক প্রভাববিস্তারী ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রমাণ। আমি যেদিন বয়আত করি সে রাতেই আমার মনে হয়েছিল, সম্ভবত আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু যায়নের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং এবিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ২০ বছর যাবৎ সত্যের অনুসন্ধান বিফলে যায় নি। আমি নিশ্চিত যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া সেখানে অপরাপর যেসব কার্যক্রম ছিল তার মধ্যে ওয়াশিংটনের মেরিল্যান্ডের মসজিদে ঘানা ও সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে তাদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে কথা হয়েছে। তাদের সাথে খুব ভালো মিটিং হয়েছে। এছাড়া নবাগত আহমদী সাথেও মিটিং হয়েছে। ৪৫জনের মত নবাগত আহমদী সেখানে এসেছিল। পুরোনো আমেরিকান আহমদীদের খুঁজে বের করার কথা আমি তাদেরকে বলেছিলাম। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তারা খুঁজে বের করেছেন। নতুন বয়আতকারীদের সেখানে বিরোধিতাও হয়েছে, কিন্তু তারা অবিচল ছিলেন।

একজন নবাগত আহমদী বলেন, তার পরিবার (অর্থাৎ তার স্ত্রী) জানার পর প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। এরপর সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। এছাড়া বাংলাদেশের একজন আহমদী বলেন, আমাকে মুরব্বী সাহেব অনেক সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছেন এবং এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আর তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে অন্যান্য নও-মোবাঈনদের বলেন, এখন আমি ইসলাম আহমদীয়াতকে বুঝতে পেরেছি আর তোমাদেরকেও বলছি, সঠিক ইসলাম এটিই, তাই তোমরা কখনো এটিকে পরিত্যাগ করো না।

আমেরিকার ক্রিস্টোফার নামক একজন নবাগত আহমদী যিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছেন, তিনি বয়আতের জন্য আবেদন করেছিলেন আর বয়আতও হয়ে যায়। বয়আত অনুষ্ঠানের ফলে সেখানকার পুরোনো ও নতুন আহমদীদের ওপর ভালো প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক নতুন মানুষও সেখানে এসেছে শরণার্থী হয়ে; যদিও তারা পাকিস্তানি, তারাও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং অনেক আবেগঘন পরিবেশ সেকারণে সৃষ্টি হয়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপায় সামগ্রিকভাবে এই সফরকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আগামীতেও সর্বদা এমনভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)